ভরা থাক স্মৃতি সূধায়

সুজা সরকার

সিডনীতে এখন শীতকাল। বিকেল পাঁচটার মধ্যে আঁধার নেমে আসে। আর মেঘ বৃষ্টি থাকলেত কথাই নেই, দিন আর রাতের পার্থক্য বোঝাই দায়। ঘড়িতে ছটার কাটা ছুঁই ছুঁই করছে। অঝোর ধারায় ঝরছে সিডনীর আকাশ। যেন কাউকে ভালবাসার অবগাহনে সিক্ত করবে সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে। কবী গূরু রীবন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্ভব হয়নি এখন সিডনীতে আসার, নয়তবা বাংলাদেশের আষাঢ়ের ঘন বরিষনের চেয়েও আরও বেশী কিছু তিনি লিখে ফেলতেন।

বৃষ্টির ফোঁটাতো নয় যেন একেকটা শীলাখন্ড, উড়ে এসে পড়ছে গাড়ীর উন্ডস্ক্রিনে। সাথে হাড় ভেদ করা কনকনে শীত। প্রতি মুহর্তে আশঙ্কা ছিল এ বুঝি সামনের উন্ডস্ক্রিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে আমাদের দেহ ক্ষত বিক্ষত করে ফেলবে। হৃদয় আমাদের ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে এই ভেবে, শেষে অনুষ্ঠান শূরু থেকে দেখতে না পাই। উপস্থাপিকা নাসিমা আখতারের কবিতাপাঠ ও সুমধুর উপস্থাপনা শোনা থেকে যেন বঞ্চিত না হই। পাশে বসা সতীর্থ বার বার অনুনয়ের সূরে গাড়ী আস্তে চালাতে এবং সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছে। এরই মধ্যে গাড়ি ছুটে চলেছে জন ক্লেন্সি অডিটরিয়ামের দিকে, যেখানে প্রায়শই বছরের কোন না কোন সময় বাংগালীদের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। আজ শনিবার (১০ই জুন ২০০৬) সেখানেই বাংলাদেশের ময়মনসিংহের মেয়ে, মিতালী মুখার্জীর সংগীত সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানের আয়োজক সর্বজন সমাদৃত ও সিডনী ভিত্তিক একমাত্র বাংলাদেশী গনতান্ত্রিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি-পূজা ও সংস্কৃতি (বি.এস.পি.সি)। এখানে বলে রাখা ভালো, স্যার জন ক্লেন্সি অডিটরিয়াম হলো নিউ সাউথ ওয়েলস্ ইউনিভার্সিটির অনেকগুলো অডিটরিয়মের অন্যতম একটি। আর একটু না বললে বোধহয় দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়া হবে না, আর সেটি হলো-এ পর্যন্ত যে কটি অনুষ্ঠান, বি.এস.পি.সি সিডনীতে আয়োজন করেছেন, তার প্রতিটিই পরিচালনা, প্রযোজনা, পরিবেশনা এবং ব্যবস্থাপনা এখনো উৎকর্ষতার শীর্ষে রয়েছে বলেই সর্বজনবিদীত। মান্নাদে ২০০১ সনে এই সংগঠনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে গাইতে এসে হাজারো দর্শকদের সামনে তিনি তা প্রকাশ্যে স্বীকার করে গেছেন। সুস্থ বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় আয়োজকবৃন্দ আগামীতে আরও সুন্দর অনুষ্ঠান অষ্ট্রেলিয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের উপহার দেবেন এ বিশ্বাস সকলের।

রাস্তার ট্রাফিক লাইটের লাল সবুজ আর হলুদ রং এর বিচ্ছুরিত আলোর সাথে স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোর মাখামাখিতে রাস্তার অন্যান্য গাড়ীর কাঁচে প্রতিবিম্বিত হয়ে যেন এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে- আর তারই সাথে পাল্লা দিয়ে পিচ ঢালা মসৃন রাস্ত্মার পানিতে বিচ্ছুরিত আলো এসে মায়াবী পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে সারা দেহ মনে। কখন দেখা পাব সেই মেয়েটির, যার গীত সেই গানটি কত সহস্রবার শূনেছি হার্বার ব্রিজের নীচে উচ্চকিত অগনিত সাগরের ঢেউয়ের সাথে, অট্টহাসির শৃংখল ভাঙ্গার শব্দে-ওগো সাগর ছোট্ট এ চিঠি নিয়ে ভেসে যা ---ঢেউ যেন ছঁয়ে ছুঁয়ে যায় ----

সে সময়গুলোতে আমি একা ছিলাম, কম করে হলেও প্রায় বছর পনের আগের হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা, তখন দেহ মন আর ধমনীর প্রবাহে মিশে যেত সেই সূর। আজ কতদিন পর

আবার সেই সূর সামনাসামনি শূনব এ অনুভূতি শিহরিত হচ্ছে প্রতিটি শিরা উপশিরায়, ধমনীর প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, স্নায়ুর অনুকণায় যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

এরই মধ্যে গাড়ী পৌছে গেছে গন্ত্মব্যের গেটের সামনে, তবুও বিরতিহীন বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। সহযাত্রি কাক ভেজা হয়ে আমাকে গাড়ী পার্কিং করতে সহায়তা করলেন, এ বদান্যতার কথা ভুলবার নয়। এতটা অসুবিধা হতো না, যদি নিউসাউথ ওয়েল্স ইউনিভার্সিটি সংলগ্ন হাই স্ট্রিটের সদর ফটকটা বন্ধ না থাকত। প্রায় কাক ভেজা হয়ে দুজনই অনতিদুরে গাড়ী বারান্দায় আশ্রয় নিলাম, হটাৎ করে মনে হতেই আবারও দৌড়ে গেলাম আমারই নিজের গাড়ীর বুটের ভেতর রাখা ভূলে যাওয়া ছাতাটা আনতে। মন যদি থাকে অন্য কোথাও তবেত ভূল হওয়াটা স্বাভাবিক। যাহোক অডিটরিয়ামে ঢুকতেই কানে ভেসে এলো উপস্থাপিকার কণ্ঠ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, না মিতালীর কণ্ঠের কোন শব্দই মিস করিনি। ঘাড় ঘুরে আবছা আলোয় পুরো অডিটরিয়মটা একনজর চোখ বুলিয়ে নিলাম, পুরো হল ঠাঁসা শ্রোতা, কানায় কানায় পূর্ন। কর্নফুলী পরিবারের সদস্য হিসেবে হলের সম্মুখভাগে আমার সিটের ব্যাবস্থা হয়েছিল, তাই কাছ থেকে মন ভরে দেখেছি বি.এস.পি.সি এর স্বার্থক 'মিতালী-সন্ধ্যা' আয়োজন।

মঞ্চের পেছনে সুবৃহৎ রূপালী পর্দায় মিতালী মুখার্জী

মিতালী যখন মূহূর্মহূ করতালির মধ্যে সুসজ্জিত মখমলে ঢাকা মঞ্চে এসে দু হাত জুড়ে প্রণাম করল, তখন মুহুর্তে আমার মন উড়ে গেল বাংলাদেশে। ঢাকার যে জায়গায় আমি স্কুল জীবন থেকে বড় হয়েছি তা তেঁজগা রেল স্টেশন থেকে যে বাহনেই যাওয়া হোক না কেন, আধ ঘন্টার বেশী কোনভাবেই লাগবে না। অথচ তেঁজগা স্টেশন থেকে ময়মনসিংহ মাত্র দুই ঘন্টার পথ, আর তেঁজগা স্টেশন থেকে যদি রেলে চেপে সিডনীতে আসতে হয় তবে কত ঘন্টা লাগতে পারে? হিসেব মেলানোর চেষ্টার আগেই কানে ভেসে এলো -

জনমও জনমও গেল আশা পথও চাহিয়া ---

আমিও চেয়ে থাকলাম অপলক নেত্রে। বি.এস.পি.সি এর একজন কির্তীমান সদস্য নির্মল চৌধুরীর সহযোগিতায় পেছনে ঝুলানো দুটি বিশাল রূপালী পর্দায় ভেসে উঠল বেগূনীহলদে রংয়ের ফুল। প্রথম গান শেষ করেই মিতালী বিনীত ভাবে বল্লেন, "আমার গর্ব বাংলা গানের শ্রোতার প্রতি"।

বাংলাদেশের জাতীয় কবী নজরুল আর তাই বাংলার মেয়ে মিতালী নজরুল গীতি দিয়েই শূরু করলেন তাঁর সুরের সন্ধ্যা।

দ্বিতীয় গানের শুরুতেই পেছনের বৃহৎ রূপালী পর্দায় ভেসে আসতে লাগলো একের পর এক বিভিন্ন গায়কি ভঙ্গীমায় শিল্পির বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে নেয়া মিতালী'র চলমান ছবি। গানের কথাগূলো -

"যে প্রাণ নিয়া বাঁচে দেহ
কি দিয়া বাঁচাই সে প্রাণ
পিরিতি (প্রিতি) সে জীয়ন কাঠি"

এ গানের শুরুতে ঠাট্টাচ্ছলে প্রশ্ন ছুড়ে দেন দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে, কি নিয়া মানুষ বাঁচে? সাথে সাথে উত্তরও পেয়ে যান, সামনে বসা প্রবীণ এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে - প্রেম। পেছনের পর্দায় বিশাল রংগীন শাপলায় আচ্ছাদিত হওয়ায় দৃষ্টি কাড়ে সকলের, তৃতীয় গানের কথা ছিল-

আমি শুনে ফিরে আসি
অনেক রাতে আমি
ও সাগর তোমারি ডাকে বারে বারে
ছুটে আসি...

এরপর শুরু করেন বাংলাদেশের চিরায়ত উৎসবের গান-

আমি টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল
সব ভূলে যাই তাও ভূলিনা বাংলা মায়ের কোল...

এ পর্যায়ে সবাই হাত তালি দিতে দিতে ভূলেই গেল তারা বাংলাদেশের বাইরে। টেলিভিশনের জন্য গাওয়া প্রিয় গান গাইলেন তিনি-

হারানো দিনের মত হারিয়ে গেছ তুমি...

সুরের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডের পর্দায় ভেসে উঠা গোলাপ ফুল সত্যিই দৃষ্টি নন্দন ছিল। গানের ফাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ভারত থেকে আগত উপমহাদেশের বিখ্যাত তবলা বাদক মুশাররফ খাঁন, গীটারের আরশাদ আহমদ, বাঁশীতে নির্মল দে এবং কি বোর্ডে অবিনাশ চন্দ্রচূড়কে। হঠৎ করেই যেন পুরো হলভর্তি দর্শকশ্রোতা নেচে উঠলো,গানের তালে তালে-

যেটুকু সময় তুমি থাক কাছে
মনে হয় এ দেহে প্রাণ আছে...

এবারে শিল্পি অনুরোধ করেন দর্শক শ্রোতাদের তাঁর সাথে সাথে কণ্ঠ মেলাতে। তারপর একটি গজল পরিবেশন করেন-

বেফাওয়া তোম মুছকারানা
মেরা হ্যায় কেয়া কছুর
পাপিয়ে ছে পুছিয়ে

ইয়াদ আনেকা কাবিল নেহি...

হলের সামনের সারির ঠিক বাঁ কোণায় বসে ভুপিন্দর সিং মুচকী হাসছেন। পাশেই বসা একমাত্র ছেলে অমরদীপ। মা গাইছেন, বাংলার ছেলেরা মা'কে এতো ভালোবাসে তা আগে সে কখনো নিজ চোখে দেখেনি। ভুপিন্দরও জানতোনা প্রবাসী বাঙ্গালীরা মিতালীকে এতটুকু শ্রদ্ধা করে। মিতালী বাংলাদেশের প্রতিটি স্মৃতিকে তার গানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইলেন। যদিও -

এই দুনিয়া এখন ত আর সেই দুনিয়া নাই
এানুষ নামের মানুষ আছে দুনয়া বোঝাই.....

শুরু হলো বিরতি এবং রাতের খাবারের ঠেলাঠেলি। এখানে বল্লে অত্তুক্তি হবে না যে, যেকোন পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি সুশৃংখল ভাবে লাইন দিয়ে সকলে খাবার সংগ্রহ করতে, কিন্তু বাংগালীদের অনুষ্ঠানে তা কখনো দেখা যায়না। দশর্কের ব্যাপকতায় রাতের খাবারের আয়োজন সেরাতে অপ্রতুল ছিল বলে একজনের কাঁধে আরেকজন পা রেখে খাওয়ার ছিনিয়ে নেয়ার প্রতিযোগীতায় আমি হেরে গেলাম। তাই ভাবছি আগামী অনুষ্ঠানগুলোতে খাবার হয়ত সংগেই নিয়ে যাব।

বিরতীর পর পরই, মৌসুমী সাহা মিতালীর অডিও গান- 'দুইদিনেরই বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন' এর বাজনার তালে তালে বিরতীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার দর্শকদের মঞ্চে ফিরিয়ে আনতে যাদুর কাঠির ছোঁয়া দিয়ে গেল। এবারে দ্বিতীয় পর্বে মিতালীর প্রথম গান ছিল

পরদেশী মেঘরে যা ফিরে যা.....

অনুষ্ঠানের দশমতম গান শিল্পীর নিজের জীবনের প্রথম টেলিভীশনে গাওয়া গান-

সুখ পাখীরে
পিঞ্জিরাও খুলে দিলাম আজ
বুঝলাম আমি সুখ সেতো খাঁচায় পোষা দায়.....

পরের গানটি ছিল-

তোমার চন্দনা মরে গেছে
ওকে আর ডেকে কি হবে.....

তারপর অনেক প্রতিক্ষার অনুরোধের গান শুনাবার ঘোষনা এলো। এরই মাঝে আমি মোবাইল ফোনে সহধর্মীনীর কাছ থেকে তার পছন্দের গানটি জেনে নিলাম, কারণ শারীরিক অসুস্থতার ওর এ অনুষ্ঠানে আসা সম্ভব হয়নি।

জীবন নামের রেলগাড়ীটা পায়না খুঁজে ষ্টেশন.....

পরের অনুরোধের গান-

বাইরে বৃষ্টি
ইচ্ছে করছে যে
আহারে বৃষ্টিতে
একটু ভিজে আসি.....বাইরে তখন সত্যি সত্যি বৃষ্টি হচ্ছিল।

একজন বড় মাপের কবি বা শিল্পী যে দেশ কাল পাত্র এবং ধর্মের উর্দ্ধে তারই সাক্ষর রাখলেন মিতালী পরের গানটি গেয়ে-

'আল্লাহি আল্লহ্ কেয়া কারো
দুখনা কিছি কো হিয়া করো .....'

ভাবলাম, পুজা সোসাইটির আয়োজনে মিতালী এ গানটি গেয়ে যেভাবে হলের সকল দর্শকদের মনে আনন্দের উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিলন ঠিক তেমনিভাবে কোন জামাত-শিবিরের আয়োজনের কাওয়ালী অনুষ্ঠানে যদি তিনি 'দম মারো দম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গাইতেন তবে হয়তবা মিতালীজিকে সেরাতে অক্ষতাবস্থায় মঞ্চ থেকে আর নামতে হতোনা। খুশির আনন্দধারা থেকে ধর্মিয় অসহিষ্ণুতায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত পুরো পরিবেশ। বি.এস.পি.সি এর পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও সার্বজনিন গ্রহণযোগ্যতা সিডনীর সহস্র বাংলাদেশীদের কাছে পুনরায় তারা প্রমান করলো। মজার ব্যাপার হলো উক্ত অনুষ্ঠানে সিডনী'র প্রায় সংস্কৃতিমনা সকল ব্যক্তিত্বকে দেখা গেলেও যারা নিজেদের ধোয়া তুলসী বলে সর্বদা দাবী করে আসছেন সেই দলছুট 'বিভীষন ফোরাম' এর কাউকে মিতালী'র এ অনুষ্ঠানে সেরাতে দেখা যায়নি। 'বিভীষন ফোরাম' এর প্রদীপ (চেরাগ) নিভে এখন ঘন অমানিশায় ছেয়ে গেছে, নিস্তেজ নিথর হয়ে গেছে প্রবীর (অতিশয় বলবান) শিবসেনা। তবুও তাদের অন্যতম উপদেষ্ঠা 'গুপ্তদাদা' আসেননি মিতালী'র এ অনুষ্ঠানে, পাছে পরিচিতির শেষ অবলম্বনটি যদি তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। শিবসেনারা যদি তাদের আগামী অনুষ্ঠানে গুপ্তদাদাকে নেমন্তন বা উপস্থাপনা করতে না ডাকেন অথবা তাদের আমন্ত্রিত গানের শিল্পীকে নিয়ে দুকলম লিখতে একবেলা ভাত না খাওয়ান। 'একমুঠো ভাতের বিনিময়ে লেখা' গুপ্তদাদার এ নীতি সিডনীতে এখন সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। আর মঞ্চ ও মাইক এই দু'টি দেয়া হবে শুনলে খুশিতে আত্মহারা গুপ্তদাদা'র নীদ হারাম হয়ে যায়। অনুষ্ঠান শেষ হওয়া অবধি আয়োজকদের পায়ের তালু তার খরখরে জীহ্বা দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। গুপ্তদাদা এখন সিডনী'র একটি বৃহৎ বিষফোঁড় ও সাম্প্রদায়িকতার এক জ্বলন্ত প্রতীক। সুদুর মেলবোর্ন, এ্যাডেলেইড ও ক্যানবেরা থেকে যখন দলে বেঁধে ছুটে এসেছিল মিতালী জুটিকে একনজর দেখার জন্যে শত শত বাঙ্গালী তখন গৃহাবদ্ধ হয়ে 'বিভীষন ফোরাম' এর সদস্যরা ঈর্ষায় একজনের চুল আরেকজন ছিঁড়ছিল।

যে শুনেনি সে সত্যি বড়ধরনের একটি আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলো। কারণ মিতালীর সুর ও আবেগে সে সন্ধ্যা ছিল বড়ই আনন্দমুখর। নিজের লেখা আর ছোট প্রদীপ মুখার্জীর সুর দেওয়া গান মিতালী গাইলেন -

কেন আশায়...
জানলেনা তুমি, বুঝলেনা তুমি
যানি আসবেনা ফিরে আর তুমি.....

শ্রোতাদের আকুল অনুরোধে মিতালী নিজেই তাঁর স্বামীকে মঞ্চে ডাকলেন। প্রস্তুতি ছাড়া সাদামাটা পোশাকে দর্শক সারি থেকে ভূপিন্দর মঞ্চে উঠে এলেন। দর্শকদের বায়নার যেন শেষ নেই, শিল্পীযুগোলের একমাত্র পুত্র অমরদীপকে দেখার জন্যে সকলে অনুরোধ করলে সেও বাবার সাথে মঞ্চে মায়ের কাছে কিছুক্ষনের জন্যে আসন নিয়েছিল।
অবাঙ্গালী ভূপিন্দর বাংলায় 'ডেকোনা আমায় . . . ' গেয়ে উঠলে শত শত শ্রোতার করাতালিতে গানটি হারিয়ে যায়। এরপর গজল গাইলেন- 'শেখ কায়তা হে ম্যায় নে পিতা.....'

মুহুর্মূহ করতালির মধ্য দিয়ে ফিরে আসেন মিতালী শ্রোতাদের অনুরোধের গান গাইতে।

ওগো সাগর ছোট্ট এ চিঠি নিয়ে ভেসে যা
ঢেউ যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়....

গানটিতে সমুদ্রের গর্জন এবং অট্টহাসির অনুপস্থিতি, গানের মৈলিকতায় আঘাত হেনেছে বলেই মনে হয়েছে। তারপর গাইলেন,

ছোট্ট বেলা মা আমাকে
হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে, পায়ে নুপুর পরাত
এখন আমি অনেক বড়
বয়স আমার ষোল হলো.....

নিজের লেখা প্যারোডি গাইবার আগে শেষ গানটি ছিল একটি রবিন্দ্র সংগীত।

ভরা থাক স্মৃতি সূধায়, বিদায়ের পাত্রখানি.....

সবশেষে প্যারোডি

আমি বোম্বে থাকলাম,বিদেশে ঘুরলাম
সিডনীর শ্রোতার মত শ্রোতা পাইলাম না

রাত সোয়া এগারোটা অবদি সামান্য বিরতী ব্যতিত একটানা গাইলেন মিতালীজী। আনমনে গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে হল থেকে বেড়িয়ে পড়লাম। ধন্য বাংলাদেশ সোসাইটি পুজা ও কালচার, ধন্যবাদ এর সকল কর্মকর্তা ও আয়োজকদের। ডঃ নারায়ন দাশ, ডঃ স্বপন পাল, মৃনাল দে, ডঃ স্বপন দে, ডঃ সুধীর লোধ ও বিকাশ নন্দি সহ সকল নিবেদিত কর্মী ও কর্মকর্তাদের দেশপ্রেম ও প্রাণঢালা ভালোবাসা আজীবন মনে থাকবে প্রবাসী সকল বাঙ্গালীদের। তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও একনিষ্ঠ চেষ্টার ফল মিতালী'র এ সন্ধ্যা ভরা থাক স্মৃতি সূধায়.....

সুজা সরকার, সিডনী, ১২ জুন ২০০৬

শিল্পী ভুপিন্দর সিং ও মিতালী'র একমাত্র সন্তান অমরদীপ এর সাথে প্রতিবেদক